রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ চৈত্র ১৪২১/০১ এপ্রিল ২০১৫

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.০৮৭—আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী লি কুয়ান ইউ গত ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর।

২। লি কুয়ান ইউ ১৯২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দেশে শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি প্রথমে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি ক্যামব্রিজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আইনে স্নাতক হন। ১৯৫০ সালে দেশে ফিরে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে পিপলস অ্যাকশন পার্টি গঠন করেন। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে তাঁর দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর তিনি হন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

৩। ১৯৫৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩১ বছর লি কুয়ান ইউ সিঙ্গাপুরের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগের পরও আমৃত্যু তিনি ছিলেন জাতির অভিভাবক। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুদ্র আয়তনের দ্বীপ-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াই বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। সিঙ্গাপুরকে একটি উন্নত, সুশৃঙ্খল ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৪। লি কুয়ান ইউ ছিলেন বাংলাদেশের একজন শুভানুধ্যায়ী। তাঁর নির্দেশিত বৈদেশিক নীতির ফলে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উপর্যুপরি জোরদার হয়েছে। বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দু'দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে এবং সিঙ্গাপুরে বহু বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। এই মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্ব এক প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নেতাকে হারাল।

৫। প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নেতা লি কুয়ান ইউ'র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং সিঙ্গাপুরের সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৬ চৈত্র ১৪২১/৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৬। এশিয়ার এ প্রাজ্ঞ নেতার মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ১৬ চৈত্র ১৪২১/৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১৬ চৈত্র ১৪২১ / ৩০ মার্চ ২০১৫

আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী লি কুয়ান ইউ গত ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর।

লি কুয়ান ইউ ১৯২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দেশে শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি প্রথমে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি ক্যামব্রিজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আইনে স্নাতক হন। ১৯৫০ সালে দেশে ফিরে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে পিপলস অ্যাকশন পার্টি গঠন করেন। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে তাঁর দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর তিনি হন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

১৯৫৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩১ বছর লি কুয়ান ইউ সিঙ্গাপুরের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগের পরও আমৃত্যু তিনি ছিলেন জাতির অভিভাবক। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুদ্র আয়তনের দ্বীপ-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াই বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। সিঙ্গাপুরকে একটি উন্নত, সুশৃঙ্খল ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

লি কুয়ান ইউ ছিলেন বাংলাদেশের একজন শুভানুধ্যায়ী। তাঁর নির্দেশিত বৈদেশিক নীতির ফলে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উপর্যুপরি জোরদার হয়েছে। বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দু'দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে এবং সিঙ্গাপুরে বহু বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। এই মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্ব এক প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নেতাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা এশিয়ার এ প্রাজ্ঞ নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা লি কুয়ান ইউ'র বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং সিঙ্গাপুর সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd